এডিলেডে বাংলা নববর্ষ বরন

- ড. আরিফ মজুমদার

সাউথ অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশী কমিউনিটি এসোসিয়েশন (স্যাবকা)-এর উদ্দ্যোগে ২৩ এপ্রিল ২০০৬ রবিবার এডিলেডে উদযাপিত হলো বাংলা নববর্ষ ১৪১৩। শহরের রয়্যাল সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ডিফ (বধির) সোসাইটির অডিটরিয়ামে বিকাল ৫টায় ডিসপ্লে ও ভিডিও প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ডিসপ্লেতে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিলপের বিভিন্ন হ্যান্ডিক্রাফট, নকশীকাথা ও পোস্টার প্রদর্শনী বিদেশীদের মুগ্ধ করে। ভিডিও প্রদর্শনীতে ছিল খন্ডখন্ড চলৎচিত্রের সমাহার - যা এক বুক বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, মাওলানা ভাসানির ফারাক্কাভিমুখী অভিযান, মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্যচিত্র, কৃষি, হস্তশিল্প, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, উপজাতির জীবন ও জীবিকা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। মূল অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বপর্যন্ত অবিরত ভিডিও প্রদর্শনী চলতে থাকে। সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হয় ভোজপর্ব। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট জমা দিয়ে দেশী খাবার খেতে খেতে অনেককে খোশগল্প করতে দেখা গেছে !

সন্ধ্যা ৭ টায় অতিথিদের স্বাগত জানান স্যাবকো সহ-সভাপতি ড. মাহফুজ আজিজ। সাতটা পনর মিনিটে উপস্থাপক ড. শামসুল খান বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য্য বর্ণনা করে মূল অনুষ্ঠান শুরু করেন। তিনি একে একে অনুষ্ঠানের সভাপতি, সহ-সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে সংশ্লিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হতে আহবান জানান। ড. মাহফুজ আজিজ প্রধান অতিথি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার (সরকার প্রধান) -এর প্রতিনিধি মিস লিন্ডসে সিমসনস এম-পি, এবং বিশেষ অতিথি মি. হিউ ভ্যান লি (চেয়ারম্যান, সাউথ অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল এন্ড ইথনিক এফেয়ারস কমিশন) -এর কর্মজীবন তুলে ধরে সমাগতদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বিশেষ অতিথি মি. হিউ ভ্যান লি তার বক্তব্যের শুরুতে সাউথ অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল এন্ড ইথনিক এফেয়ারস কমিশনের কর্মকান্ড তুলে ধরেন। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দিবসে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহনকে ধন্যবাদ জানান। নানান ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের সমাহার অস্ট্রেলিয়াতে সামাজিক সম্প্রীতি সম্মৃদ্ধ করতে অভিবাসীদের সহযোগীতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, বাংলা নববর্ষ বরন অনুষ্ঠানটি সাউথ অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল এন্ড ইথনিক এফেয়ারস কমিশনের আর্থিক সহযোগীতা পায়। প্রধান অতিথি মিস লিন্ডসে প্রিমিয়ারের পক্ষে বাংলা নববর্ষে সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের শুভেচছা জানান। তিনি তার বক্তব্যবে মাল্টিকালচার ও কমিউনিটি হারমোনি রক্ষার্থে সরকারের নীতিমালা উল্লেখ করেন। মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশীদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে জাতিসংঘের আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ঘোষণাকে প্রশংসা করেন। স্যাবকা সভাপতি ড. আবুল হোসেন সমাগতদের স্বাগতম জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যপর্ব শেষ হতেই শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - যা ছিল নাচ, গান ও আবৃতির সমাহার। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বাংলা স্কুলের শিল্পী ও কলাকুশলীদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ উপভোগ্য। প্রথমে ছিল *'ধন্যধাণ্যে পুষ্পে ভরা/আমাদের এ বসুন্ধরা'*, *'এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে'* এবং *'টাক ঢুম টাক ঢুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল'*- তিনটি গানের সম্বন্নয়ে গীতিনৃত্য। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো গানটি পরিবেশন করেন মি. সারোয়ার এবং মিসেস ইভা। *'বধু কোন আলো লাগলো চোখে'* রবীন্দ্র সংগীতটি গেয়ে শোনান মি. সারোয়ার। *'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'* গানে নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী আফরোজা, আনিকা, নম্রতা, জেসী এবং শিখা। *'আমি যার নুপূরের ছন্দ/ বেনুকার সুর'* গানটিতে নৃত্য পরিবেশন করেন মিসেস ফারহানা ফারুক। লালনগীতি *'জাত গেল জাত গেল'* পরিবেশন করেন মিসেস ইন্দ্রাণী। বংলা স্কুলের আনিকা ও শামীর *'বাবু ছালাম বারেবার'* বেঁদে নৃত্যটি ছিল বেশ উপভোগ্য। ধান কাটার গানে *'কাটি ধান আয়রে'* নৃত্য পরিবেশন করেন মিসেস আফরোজ এবং মি. তানভীর। উদাত্ত কণ্ঠে রবী ঠাঁকুরের *'আবির্ভাব'* কবিতাটি আবৃতি করেন ড. শামসুল খান।*'তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসোনি'* গানটি গেয়ে শোনান মি. ইমন। চা বিরতির পর *ব্যান্ড সংগীত* পরিবেশন করেন মি. পন্টি এবং তার দল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন যুগ্মভাবে মি. নওশাদ আমিন এবং মিস নাদিন মার্টিন। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন মি. আজাদ এবং মি. আলমগীর। পরিশেষে স্যাবকা সাধারন সম্পাদক ড. ইফতেখার অতিথিবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী, শিল্পী, কলাকুশলীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সম্পাপ্তি ঘোষণা করেন।

- এডিলেড, অস্ট্রেলিয়া।
Email: arifmazumder@gmail.com